সর্বজন-মান্য বুজুর্গানে-দ্বীনের ব্যাখ্যার আলোকে

খতমে-নবুয়ত

প্রকাশনায়ঃ বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

সংকলন ও প্রণয়নঃ
মওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ
(ফাজেল আরবী ; শাহেদ ; বি,এ)
সদর মুরুব্বী, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

প্রকাশকঃ
মাজহারুল হক
সেক্রেটারী, ইসলাহ্‌-ও-ইরশাদ,
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪, বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

১ম সংস্করণঃ ১৯৮৩ ইং ৫০০০ কপি
২য় সংস্করণঃ অক্টোবর ১৯৮৫ ইং ৫০০০ কপি
৩য় সংস্করণঃ জুন ১৯৮৭ ইং ৫০০০ কপি

মুদ্রণেঃ
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস
৪, বক্‌শী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

শীর্ষ-স্থানীয় বুজুর্গানে-উম্মতের দৃষ্টিতে
'খতমে নবুয়ত' সংক্রান্ত সর্বসম্মত আকিদা

সরদারে দু'আলম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পবিত্র কুরআন অনুযায়ী খাতামান-নাবীয়ীন এবং প্রসিদ্ধ হাদীসানুযায়ী হযরত আদমের (আঃ) সৃষ্টির পূর্বেই তিনি খাতামান-নবীয়ীন ছিলেন। তাঁহার খতমে-নবুয়তের ফয়েজ ও কল্যাণ হইতে অংশ লাভ করিয়াই হযরত আদম সহ ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী-রাসুল আবির্ভূত হইয়াছেন—ইহা যে নিখিল উম্মতে মোহাম্মদীয়ার 'ইজমা' বা সর্বসম্মত মত ও আকিদা তাহাতে বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই! তেমনি ইহাও সর্বজন-স্বীকৃত যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজেকে 'আখেরুল আম্বিয়া' এবং 'লা নাবীয়া বা'দী' বলিয়াও ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য উম্মতের সর্বজনমান্য বিগত ইমাম ও বুজুর্গান এবং হাক্কানী উলামা 'খাতামান-নাবীয়ীন' ও 'লা নাবীয়া বা'দী'র কি অর্থ করিয়া গিয়াছেন এবং কোন্ অর্থের উপর তাঁহারা ঐক্যমত পোষণ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে তলাইয়া দেখার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। বিশেষতঃ এজন্য যে, এই উম্মতে আখেরী জামানায় অবশ্যমান্য হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম ও

নবী ঈসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাব অবধারিত রহিয়াছে। অতএব, আমরা এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটিতে ইসলামের বিশেষ বিশেষ সর্বজন-স্বীকৃত অতীতের ইমাম ও রব্বানী উলামার ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্ট অভিমত ও আকিদা তাঁহাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

এই সকল শীর্ষ-স্থানীয় বুজুর্গানের জামানা সাহাবীদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিগত হিজরী চৌদ্দ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তাঁহাদের জন্মস্থান বা দেশ আরব, হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, তুরস্ক, স্পেন ইত্যাদি পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। এই সকল বুজুর্গানের মধ্যে রহিয়াছেন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ); হযরত ইবনে কাতীবা (রহঃ), হযরত ইমাম আলী ক্বারী (রহঃ), হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (রহঃ), হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ), হযরত আব্দুল করীম জিলানী (রহঃ), হযরত আব্দুল ওহ্হাব শা'রানী (রহঃ), আল্লামা ইবনে খালদুন (রহঃ), মুজাদ্দিদ আলফে সানী হযরত আহমদ সারহিন্দী (রহঃ), হযরত জাফর সাদেক (রহঃ), হযরত মৌলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহঃ), হযরত সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ), মৌলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী, আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান খান, হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ), আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ), দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা মুহাম্মাদ কাশেম নানতুবী (রহঃ) প্রমুখ।

১। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) ঃ

ধর্মের অর্ধাংশের শিক্ষয়িত্রী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর উক্তি সর্বপ্রথমে পেশ করিতেছি। তিনি বলেন ঃ

قولوا انه خاتم الانبياء ولا تقولوا لا نبي بعده -

—"তোমরা তাঁহাকে (আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে) 'খাতামুল আম্বিয়া' ('নবীগণের খাতাম') বলিবে, 'তাঁহার পর কোন নবী নাই'—একথা বলিও না।" (তাক্‌মেলা-মাজমাউল বেহার পৃঃ ৮৫; তফসীর আল-দুর্‌রুল মানসুর ৫ম খণ্ড পৃঃ ২০৪)

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে হযরত উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রাযিঃ) 'খাতামুন-নাবীয়ীন' বলিতে অধুনা উলামাকৃত অর্থ 'শুধু শেষ নবী' বলিয়া মনে করিতেন না বরং উক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে এবং ইহাকে প্রচার করিতে সমগ্র উম্মতকে নিষেধ করিয়াছেন।

২। হযরত ইবনে কাতীবা (রহঃ) ঃ

শাইখুল ইসলাম হযরত ইবনে কাতীবা আলাইহির রহমত (ওফাত হিঃ ২৬৭) হযরত আয়েশার (রাঃ) উক্ত বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ

ليس هذا من قولها ناقضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي لانه اراد لا نبي بعدي ينسخ ما جئت به -

(تأويل مختلف الاحاديث ص ٢٣٦)

—"হযরত আয়েশার (রাঃ) উক্ত বাণীটি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ফরমান (—'আমার পরে নবী নাই')-এর বিরোধী নয়। কেননা এই ফরমানের দ্বারা হুযুর পাক (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য হইল এই যে. 'আমার পরে এমন কোন নবী নাই যিনি আমার আনীত শরীয়তকে রহিত করিবেন।" (তাবীলু মুখতালেফিল আহাদীস পৃঃ ২৩৬)

৩। হযরত ইমাম মুহাম্মাদ তাহের (রহঃ)ঃ

হযরত ইমাম মুহাম্মদ তাহের আলাইহির রহমত (মৃত্যু হিঃ ৯৮৬) উল্লিখিত উদ্ধৃতির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেনঃ

هذا ناظر الى نزول عيسى وهذا ايضا لا ينافى حديث لا نبى بعدى لانه اراد لا نبى ينسخ شرعه -

—"হযরত আয়েশা (রাঃ) উক্ত কথাটি এ পরিপ্রেক্ষিতেই বলিয়াছেন যে, এই উম্মতে (আল্লাহর নবী) হযরত ঈসা (আঃ) নাজেল (অর্থাৎ আবির্ভূত) হইবেন এবং উল্লিখিত উক্তিটি 'লা নাবীয়া বা'দী" (—'আমার পরে নবী নাই')—হাদিসেরও পরিপন্থী নহে। কেননা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাল্লামের উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, এমন কোন নবী হইবেন না, যিনি তাঁহার শরীয়তকে রহিত করিবেন।"

('তাকমেলা মাজমাউল-বেহার, ৮৫ পৃঃ)

৪। হযরত ইমাম ইবনে আবি শাইবা (রহঃ) ঃ

তাবিয়ীনদের মধ্যে সুবিখ্যাত ইমাম হযরত ইবনে আবি-শাইবা আলাইহির রহমত মশহুর সাহাবী হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রাঃ) সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত মুগীরার (রাঃ) সাক্ষাতে বলিল, 'রাসুলে করীম (সাঃ) 'খাতামুল আম্বিয়া' (নবীগণের খাতাম) যাঁহার পর কোন নবী নাই।" ইহাতে মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, "তোমার জন্য ইহা বলাই যথেষ্ট ছিল যে, রাসুলে করীম (সাঃ) খাতামুল আম্বিয়া ছিলেন (অর্থাৎ তৎপর "লা নবীয়া বা'দাহু" বলার আবশ্যক ছিল না)। কারণ রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামানায় আমরা আলোচনা করিতাম যে হযরত ঈসা (আঃ) জাহির হইবেন। তিনি জাহির হইলে রাসুলে করীম (সাঃ)-এর পুর্বেও যেমন তিনি নবী ছিলেন, তেমনি পরেও নবী হইবেন।"

(দুর্‌রে মনসুর, 'খাতামান্নাবীয়ীন'-আয়াতের পাদটীকা)

৫। হযরত ইমাম মোল্লা আলী কারী (রহঃ) ঃ

(ক) হানাফী ফের্কার মহামান্য ইমাম হযরত মোল্লা আলী কারী আলাইহির রহমত (ওফাত হিঃ ১০১৪) বলেন ঃ

لو عاش ابراهيم وصار نبيا وكذا لو صار عمر نبيا
لكانا من اتباعه عليه السلام
فلا ينافي قوله خاتم النبيين انه لا
يأتي نبي ينسخ ملته ولم يكن من امته۔

—"যদি সাহেবজাদা ইবরাহীম জীবিত থাকিয়া নবী হইতেন অথবা উমর (রাঃ) নবী হইতেন, তাহা হইলে উভয়েই নবী হইয়াও তাঁহার (সাঃ) অনুবর্তী হইতেন (অর্থাৎ উম্মতী ও অনুগামী নবী হইতেন, স্বাধীন ও শরীয়তধারী নবী হইতেন না)। অতএব, (তাঁহারা ঐরূপ নবী হইলে) উক্ত হাদীসটি খোদাতায়ালার বাক্য 'খাতামান্নাবীয়ীন'-এর বিরোধী হইত না। কারণ 'খাতামান্নাবীয়ীন' বাক্যের অর্থ হইল আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরে এমন কোন নবী আসিতে পারেন না যিনি তাঁহার শরীয়ত রহিত করিবেন এবং তাঁহার উম্মত হইতে হইবেন না।" (মওযুয়াতে কবীর পৃঃ ৫৭)

[উল্লেখ্য যে, হযরত ইমাম আলী কারী (রহঃ) সেহায়ে-সিত্তার অন্যতম ইবনে মাজা গ্রন্থে বর্ণিত—"লাও আ'শা লাকানা সিদ্দিকান নবীয়া" (পুত্র ইব্রাহীম যদি জীবিত থাকিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয় সিদ্দিক নবী হইত)—হাদিসটির প্রামাণিকতা ও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "লাহু তরুকুন সালাসুন ইউকাউওয়া বা'যুহা বেবা'যিন।"

অর্থাৎ—"হাদিসটি তিনটি সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে যেগুলির প্রতিটি অন্যটির দ্বারা শক্তিশালী সাব্যস্ত হইতেছে।" তেমনি 'দেরায়েতের' (বিষয়বস্তু) দিক হইতেও হাদিসটি যে সহী সে প্রসঙ্গে ইমাম সাহেব লিখিয়াছেন:

"ওয়া ইউকওয়ী হাদীসা লাও কানা মুসা হাইয়ান লামা

ওয়াসেয়াহু ইল্লাত্তেবায়ী।"

অর্থাৎ—"উক্ত হাদিসটি নিম্নরূপ হাদিসটিকেও শক্তিশালী সাব্যস্ত করিতেছে :

—"যদি মুসা (আঃ) জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে আমার অনুবর্তিতা ব্যতীত তাঁহার গত্যন্তর থাকিত না।"

তেমনি 'আল-শিহাব ফিল বাইদওয়াবী' গ্রন্থে হাদিসটি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে : 'আম্মা সিহ্হাতুল হাদীসে ফালা শুবহাতা ফিহে।" অর্থাৎ—"হাদিসটি সহী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই"।

অতএব, আলোচ্য হাদিসটির সহী হওয়ার এবং উহার প্রকৃত ও যথার্থ অর্থ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ থাকিল না। উল্লেখযোগ্য যে হাদিসটি পবিত্র কুরআনে 'খাতামান্নাবীয়ীন' সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার চারি বৎসর পরের ঘটনা। কাজেই স্বাধীন ও তশরিয়ী (শরিয়ত ধারী) নবুওতের চির-রুদ্ধতা এবং অনুযতী ও উম্মতি নবীর আগমনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে হযরত ইমাম মোল্লা আলী কারী (রহঃ) সাহেব কর্তৃক বর্ণিত অভিমত বা আকীদা হাদিসটির দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। কেননা 'খাতামান্নাবীয়ীন' এবং 'লা নাবীয়া বাদী' যদি এই অর্থে বলা হইয়া থাকিত যে, তাঁহার পরে কোন প্রকারের কোন নবী হইতে পারেন না, তাহা হইলে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এত জোর দিয়া বলিতেন না যে 'ইব্রাহীম জীবিত থাকিলে নিশ্চয় নবী হইত।' বরং এইরূপ বলিতেন

যে 'সে জীবিত থাকিলেও নবী হইত না, কেননা আমি খাতামান্নাবীয়ীন—আমার পরে কোন নবী হইতে পারে না।' সেজন্যই ইমাম আলী কারী (রহঃ) উক্ত উদ্ধৃতিটিতে 'খাতামান্নাবীয়ীন'-এর অর্থ করিয়াছেন, "এ বাক্যটির অর্থ হইল হুযূর পাক (সাঃ)-এর পরে এমন কোন নবী আসিতে পারেন না যিনি তাঁহার শরীয়ত রহিত করিবেন এবং তাঁহার উম্মত হইতে হইবেন না।" ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ইবনে মাজা কর্তৃক সনদসহ বর্ণিত হাদিসটি যখন স্বয়ং সুস্পষ্ট (Self explanatory) তখন উহার মোকাবিলায় কোন রাবীর পক্ষ হইতে বর্ণিত কোন নিজস্ব মতামত যে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না তাহা বলা নিশ্চয় বাহুল্য।]

(খ) তিনি আরও বলিয়াছেন:

ورد لا نبی بعدی معناہ عند العلماء لا یحدث نبی بشرع ینسخ شرعہ۔

(الاشاعۃ فی اشراط الساعۃ۔ ص ۲۲۶)

—"হাদীস শরীফে যে আসিয়াছে—'লা নাবীয়া বাদী'-আলেমদের মতে ইহার অর্থ হইল এই যে, তাঁহার (সাঃ) শরীয়তকে রহিত করিয়া দিতে পারে এমন (শরীয়ত আনয়নকারী) কোন নবী পয়দা হইবেন না।"

(আল-ইশায়াতু ফি-আশরাতিস-সায়া, পৃঃ ২২৬)

৬। হযরত মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রহঃ) ঃ

সুফীকুল-শিরোমণি হযরত শাইখে আকবর মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী আলাইহির রহমত (ওফাত হিঃ ৬৩৮) লিখিয়াছেন ঃ

ان النبوة التى انقطعت بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هى نبوة التشريع لا مقامها فلا شرع يكون ناسخا لشرعه صلى الله عليه وسلم ولا يزيد فى شرعه حكما اخر وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى يكون على شرع يخالف شرعى بل اذا كان يكون تحت حكم شريعتى -

—"রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমনে যে নবুয়ত বন্ধ হইয়াছে তাহা শুধু শরীয়ত আনয়নকারী (তশরীয়ী) নবুয়ত; নবুয়তের মোকাম নহে। সুতরাং এমন কোন শরীয়ত আসিবে না, যাহা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শরীয়তকে রহিত করিবে কিংবা তাঁহার শরীয়তের কোন আদেশ বৃদ্ধি করিবে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিম্নলিখিত উক্তি উপরোক্ত অর্থই বহন করে ঃ

—"ইন্নার রেসালাতা ওয়ান্নাবুয়াতা কাদ ইনকাতায়াত ফালা রাসুলা বা'দী ওয়ালা নাবীয়া।" আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়া সাল্লামের এই হাদীসের অর্থ এই যে—'ভবিষ্যতে এমন কোন নবী হইতে পারিবেন না, যিনি আমার শরীয়তের বিরোধী হইবেন, বরং যখনই কোন নবী হইবেন তিনি আমার শরীয়তের অধীনে হইবেন।'' (ফতুহাতে-মক্কিয়া, ২য় খণ্ড পৃঃ ৩)

(খ) আবার বলেন :

فما ارتفعت النبوة بالكلية لهذا قلنا فما ارتفعت نبوة التشريع فهذا معنى لا نبى بعدى

—''সুতরাং নবুওয়াত সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যায় নাই। এজন্যই আমরা বলিয়াছি যে, তশরিয়ী নবুওয়াত উঠিয়া গিয়াছে, এবং ইহাই ''লা নাবীয়া বা'দী''—হাদিসটির অর্থ।''

(ফতুহাতে-মক্কীয়া ২য় খণ্ড পৃঃ ৬৪)

(গ) তাঁহার মতে 'খাতামান-নাবীয়ীন'-এর অর্থও 'শেষ শরীয়ত-দাতা নবী।' যেমন তিনি বলেন :

ومن جملة ما فيها تنزيل الشرائع فختم الله هذا التنزيل بشرع محمد صلى الله عليه و سلم فكان خاتم النبيين -

—''আরম্ভ এবং শেষ করিবার বিষয়াবলীর মধ্যে শরীয়তের অবতরণ অন্যতম। আল্লাহতায়ালা শরীয়ত অবতরণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শরীয়ত দ্বারা শেষ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি খাতামান-নাবীয়ীন।''

(ফতুহাতে-মক্কিয়া ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫-৫৬)

(ঘ) অতঃপর শাইখে আকবর (আলাইহির রহ্‌মত) 'নবুয়তে মুত্‌লাকা' অর্থাৎ এই উম্মতের মধ্যে সাধারণ নবুয়তের পদ জারী সম্বন্ধে বলেন :

فان النبوة سارية الى يوم القيامة فى الخلق و ان كانت التشريع قد انقطع فالتشريع جزء من اجزاء النبوة -

—"কোন সন্দেহ নাই যে 'নবুয়তে মুত্‌লাকা' (শরীয়ত-বিহীন সাধারণ নবুয়ত) কিয়ামতের দিন পর্য্যন্ত সৃষ্টির মধ্যে জারি থাকিবে, যদিও নতুন শরীয়ত আনয়ন বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং শরীয়ত আনয়ন নবুওয়াতের অংশগুলির মধ্যে একটি অংশ বটে।"

(ফতুহাতে-মক্কিয়া ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০)

৭। হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) ঃ

হযরত পীরানে পীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দেসা সিররুহু (ওফাত হিঃ ৫৬২) বলেন :

ان الحق تعالى يخبرنا فى سر اثرنا معا فى كلامه و كلام رسوله و يسمى صاحب هذا المقام من انبياء الاولياء -

—"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে গোপনে তাঁহার বাক্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং এইরূপ মর্যাদাবান পুরুষদিগকে

'আম্বিয়াউল আওলিয়া' (ওলীগণের মধ্য হইতে নবীগণ) বলা হয়।" (আল-ইওয়াকিতু ওয়া আল-জাওয়াহের ২য় খণ্ড পৃঃ ২৫ এবং নেবরাস পৃঃ ৪৫)

৮। হযরত আবদুল করীম জিলানী (রহঃ)ঃ

বুজুর্গানে-দ্বীন, যে নবুয়ত আউলিয়াগণের মধ্যে থাকা বিশ্বাস করেন তাহা নিছক 'বিলায়েত' (-শুধু অলি হওয়া) অপেক্ষা উচ্চতর। সুতরাং এই মোকামের শান সম্বন্ধে আরিফে রব্বানী হযরত আবদুল করীম জিলানী আলাইহের রহমত (ওফাত হিঃ ৭৬৭) বলেন ঃ

كل نبى ولاية افضل من الولى مطلقا ومن ثم قيل بداية النبى نهاية الولى فافهم وتامله فانه قد خفى على كثير من اهل ملتنا -

—"রুহানী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রত্যেক নবুয়ত ওলির বেলায়েত হইতে শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য বলা হয় যে, ওলির চরম পরিণতি 'নবুয়তের প্রথম ধাপ'। সুতরাং এই সুক্ষ্ম-তত্বটি হৃদয়ঙ্গম করুন এবং ভাবিয়া দেখুন যে, কিরূপে ইহা আমাদের স্বধর্মীয়দের মধ্যে তাহাদের অনেকের নিকট প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা 'নবুয়তুল বেলায়েত'কে নিছক বেলায়েতের একটা পর্যায় বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহা ঠিক নয়।"

(আল-ইনসানুল কামেল, পৃঃ ৮৫)

তারপর তিনি আরও লিখিয়াছেন :

ان كثيرا من الانبياء ونبوتهم نبوة الولاية كالخضر في بعض الاقوال وكعيسى اذا انزل الى الدنيا فانه لا يكون له نبوة تشريع وكغيره من بني اسرائيل ـ

—'অনেক নবীর নবুয়তও 'অলিগণের নবুয়তের' ন্যায় 'নবুয়তুল-বেলায়েত'। যেমন, খিজির আলাইহিস সালামের নবুয়ত এবং হযরত ঈসা আলাইহেস সালামের নবুয়ত। যখন তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন, তখন তাঁহার নবুয়ত 'তশ-রীয়ী' (শরীয়তবাহী) হইবে না। বনি-ইস্রায়ীলের অন্যান্য নবীগণেরও একই অবস্থা। (অর্থাৎ তাঁহাদের নবুয়ত 'নবুয়াতুল-বেলায়েত' ছিল তথা তশরীয়ী নবুয়ত ছিল না)।"

(আল-ইনসানুল কামেল পৃ: ৮৫)

এই 'নবুয়াতুল-বেলায়েত' সহকারে প্রতিশ্রুত মসীহর আগমন হইবে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শেইখে আকবর হযরত মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী ইহাকে 'নবুয়াতে মুত্‌লাকা বা সাধারণ নবুয়ত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন :

ينزل وليا ذا نبوة مطلقة ـ

—"হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) 'নবুয়াতে মুতা লাকা'র অধিকারী অলি স্বরূপ অবতরণ করিবেন।"

(ফতুহাতে মক্কিয়া, ২য় খণ্ড পৃ: ৫৫)

তিনি আরও বলিয়াছেন :—

ان عیسی علیہ السلام ینزل فینا حکما من غیر تشریع وھو نبی بلا شك ـ

—"হযরত ঈসা (আলাইহেস সালাম) আমাদের মধ্যে শরীয়ত ব্যতিরেকে 'হাকাম' (মীমাংসাকারী) রূপে অবতরণ করিবেন এবং কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি নবী হইবেন।"

(ফতুহাতে মক্কিয়া ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৭)

আরেফে রাব্বানী সৈয়দ আব্দুল করীম জিলানী (রহঃ) আরও বলেন :

فانقطع حکم نبوۃ التشریع بعدہ وکان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لانہ جاء بالکمال ولم یجیء احد بذالك ـ

—"অঁা-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালামের পরে 'তশরীয়ী' (শরীয়ত বাহী) নবুওয়াত বন্ধ হইয়াছে এবং এই হিসাবেই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) খাতামান-নাবীয়ীন, কেননা তিনি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত সহকারে আসিয়াছিলেন এবং পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত সহকারে আর কেহই আগমন করেন নাই।"

(আল-ইনসানুল-কামেল; ১ম খণ্ড ৯৮ পৃঃ মিশরে মুদ্রিত)

৯। হযরত আব্দুল ওহ্হাব আল-শা'রাণী (রহঃ) ঃ

হযরত ইমাম আবদুল ওহ্হাব আল-শা'রানী আলাইহির রহমত (ওফাত হিঃ ৯৭৩) লিখিয়াছেন :—

فان مطلق النبوة لم ترتفع وانما ارتفع نبوة التشريع -

—"সুতরাং কোন সন্দেহ নাই যে, "সাধারণ নবুওয়াত" (নবুওয়াতে মুত্লাকা) উঠিয়া যায় নাই, কেবলমাত্র 'তশরীয়ী' (শরীয়তবাহী নবুওয়াত) বন্ধ হইয়াছে।"

['আল-ইউওয়াকিতু ওয়া আল-জওয়াহের' ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৫]

তিনি আরও বলিয়াছেন :

وقوله صلى الله عليه وسلم لا نبى بعدى ولا رسول المراد به لا مشرع بعدى -

—"রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদিস—'আমার বা'দ নবী বা রাসূল নাই'—দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, তাঁহার পরে 'শরীয়তদাতা' কোন নবী নাই।" (ঐ)

১০। আল্লামা ইবনে খালদুন (রহঃ) ঃ

আল্লামা ইবনে খলদুন রহমতুল্লাহ্ আলাইহে (ওফাত হিঃ ৮০৯) বলেন :

"ويمثلون الولاية فى تفاوت مراتبها بالنبوة ويجعلون صاحب الكمال فيها خاتم الاولياء اى حائزا للمرتبة التى هى خاتمة

الولاية كما كان خاتم الانبياء حائزا للمرتبة
التي هي خاتمة النبوة -
(مقدمة ابن خلدون ص ٢٧١-٢٧٢ مطبوعة مصر)

—"ওলীত্ব বা বেলায়েতকে তাঁহারা (সুফীগণ) উহার মরতবা ও স্তর-প্রভেদের ক্ষেত্রে নবুয়তের সহিত তুলনা করিয়া উহার অনুরূপ সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। 'বেলায়েতে কামিল' মরতবার অধিকারী ব্যক্তিকে তাঁহারা 'খাতামুল আওলিয়া' বলিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি হইলেন সেই মরতবার অধিকারী, যাহা 'বেলায়েতের খাতেমা' স্বরূপ (অর্থাৎ যেখানে বেলায়েতের যাবতীয় মাহাত্ম্যের সমাবেশ ঘটে), যেমন কিনা হযরত খাতামান-নাবীয়ীন (সাঃ) ছিলেন নবুয়তের সেই চূড়ান্ত ও পূর্ণ মরতবার অধিকারী, যাহা নবুয়তের খাতেমা স্বরূপ (অর্থাৎ যেখানে নবুয়তের যাবতীয় মাহাত্ম্যের সমাবেশ ঘটিয়াছে)।"

(মুকাদ্দামাতু ইবনে খালদুন ২৭১-২৭২ পৃঃ মিশরে মুদ্রিত)

১১। মুজাদ্দিদ আলফেসানী হযরত আহমদ সারহিন্দী (রহঃ)ঃ

ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদ আলফে সানী হযরত আহমদ সারহিন্দী রহমতুল্লাহু আলাইহে (ওফাত হিঃ ১০৩৪) বলেন ঃ

پس حصول کمالات نبوة مر تابعان را بطریق
تبعیت و وراثت بعد از بعثت خاتم الرسل
عليه وعلى جميع الانبياء والرسل الصلوات
والتحيات منافي خاتميت او نيست فلا تكن من
الممترين - مكتوب - ٣٠١ ص ٤٣٢ جلد اول)

—"খাতামুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর তাঁহার পায়রবী ও অনুবর্তিতা এবং ওরাসত (রুহানী উত্তরাধিকার) সূত্রে তাঁহার (সাঃ) অনুসারীদের মধ্যে যদি কেহ নবুওয়াতের কামালাত (মাহাত্ম্যসমূহ) লাভ করেন, তাহা হইলে উহা তাঁহার 'খাতামান নাবীঈন' হওয়ার পরিপন্থী হইবে না। সুতরাং এ বিষয়ে তুমি সন্দিহান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হইওনা।"

(মকতুব নং ৩০১ পৃঃ ৪৩২, ১ম খণ্ড)

বিশিষ্ট মুফাস্‌সেরে কুরআন ও ইমামে তরীকত **হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী** (রহঃ) লিখিয়াছেন:

قطعنا ان فى هذه الامة من لحقت درجته درجة الانبياء فى النبوة عند الله لا فى التشريع-

(فتوحات مكية جلد ١ ص ٥٤٥)

—"আমরা (দরুদ শরীফ হইতে) সন্দেহাতীতভাবে জানিতে পারিলাম যে, এই উম্মতে এরূপ ব্যক্তিরাও হইবেন যাঁহাদের দর্জা নবুওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালার নিকট নবীদের দর্জায় উপনীত হইবে কিন্তু তাঁহারা শরীয়ত আনয়নকারী হইবেন না।"

(ফতুহাতে মক্কীয়া, ১ম খণ্ড ৫৪৫ পৃঃ)

১২। হযরত জাফর সাদেক (রহঃ) ঃ

প্রথম শতাব্দীর শীর্ষস্থানীয় বুজুর্গ এবং শিয়াগণের ষষ্ঠ ইমাম হযরত জা'ফর সাদেক রহমতুল্লাহে আলাইহ (ওফাত হিঃ ১৪৮) বলেন :

عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عزوجل فقد اتینا ال ابراهیم الکتاب و اتینا هم ملکا عظیما ـ جعل منهم الرسل و الانبیاء و الا ئمة فکیف یقرءون فی ال ابراهیم علیه و ینکرونه فی ال محمد صلی الله علیه وسلم ـ

(الصافی شرح اصول الکافی جزء ٣ ص ١١٩)

—"হযরত আবু জাফর অর্থাৎ ইমাম জা'ফর সাদেক আল্লাহ্‌তায়ালার এরশাদ—'ফাকাদ আতাইনা আ'লা ইব্রাহীমাল কেতাবা'-এর তফসীর ও ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে, আল্লাহ্‌-তায়ালা আলে-ইব্রাহীমে (অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরগণের মধ্যে) নবী-রসূল ও ইমাম বানাইলেন কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, মানুষ আলে-ইব্রাহীমে তো নবুওয়াত ও ইমা-মতের নেয়ামতসমূহ স্বীকার করে কিন্তু আলে-মুহাম্মাদে সেই সকল নেয়ামত থাকা অস্বীকার করে!'

(আল-সাফী শরাহ উসুলিল কাফী ৩য় খণ্ড :১১৯ পৃঃ)

১৩। হযরত মৌলানা জালালুদ্দীন রুমী (রহঃ) ঃ

সুবিখ্যাত সুফি হযরত মৌলানা জালালুদ্দীন রুমি আলাইহের রহমত (ওফাত হিঃ ৬৭২) লিখিয়াছেন :

فکرکن در راہ نیکو خدمتے
تا نبوت یابی اندر امتے

—"খোদার পথে পুণ্যার্জনের এমন চেষ্টা কর যেন এই উম্মতের মধ্যে নবুওয়াতের অধিকারী হইতে পার।"

(মসনবী ১ম দফতর, ৫৩ পৃঃ)

তিনি আরও বলেন :

بهر آں خاتم شد است او کہ بجود
مثل او نے بود نے خواهند بود
چوں کہ در صنعت برد استاد دست
تو نہ گوئی ختم صنعت بر تو است

—'আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'খাতামান নাবীয়ীন' হওয়ার কারণ হইল দানশীলতা অর্থাৎ কল্যাণ বিতরণে তাঁহার মত কেহ নাই এবং কেহ হইবে না। যখন কোন বিশেষজ্ঞ তাহার কারিগরিতে কামাল (পূর্ণতা) প্রদর্শন করে তখন—হে মানুষ! তুমি কি বল না যে ঐ ব্যক্তির মধ্যে কারিগরী শেষ হইয়াছে? সুতরাং 'খাতামান-নাবীয়ীন'-এর মূল ও প্রকৃত অর্থও ইহাই যে 'ফয়েয' (কল্যাণ) বিতরণে তিনি পরম সিদ্ধ-হস্ত।" (মসনবী মৌলানা রুম, ষষ্ঠ দফতর, ১৯ পৃঃ)

১৪। হযরত সৈয়দ অলিউল্লাহ শাহ্ মুহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ) ঃ

হযরত সৈয়দ অলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী আলাইহের রহমত (ওফাত হিঃ ১১৭৬) বলেন ঃ

ختم بہ النبیون ای لا یوجد من یامر اللہ سبحانہ بالتشریع علی الناس -

—"অাঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দ্বারা নবুওয়াত খতম হইয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার পরে এমন কোন নবী আগমন করিবেন না, যাঁহাকে খোদাতায়ালা শরীয়ত দিয়া লোকের প্রতি 'মামুর' (আদিষ্ট) করিবেন।"

(তফহীমাতে ইলাহীয়া ৫৩ পৃঃ)

তিনি আরও বলেন ঃ

نعلمنا بقولہ علیہ الصلوۃ والسلام لا نبی بعدی ولا رسول ان النبوۃ قد انقطعت والرسالۃ انہا یرید بہا التشریع -

—"অাঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীস—'লা নাবীয়া বাদী ওলা রাসুলা'-এর দ্বারা আমরা জানিতে পারিলাম যে, এতদ্বারা যে (প্রকারের) নবুওয়াত ও রিসালত বন্ধ হইয়াছে তদ্বারা তিনি তাশরীয়ী (শরীয়ত-ধারী) নবুওয়াতকে বুঝাইয়াছেন।"

(কুররাতুল আইনাইন ফি তাফাজ্জুলিশ-শাইখাইন ৩১৯ পৃঃ)

১৫। হযরত মৌলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী ঃ

হযরত মৌলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী (ওফাত হিঃ ১৩০৪)

بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا زمانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرد کسی نبی کا ہونا محال نہیں بلکہ صاحب شرع جدید البتہ ممتنع ہے ۔

—"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরে কিংবা তাঁহার সময় কাহারো শুধু নবী হওয়া অসম্ভব নহে। পরন্তু নতুন শরীয়ত-ধারী নবীর আগমন অসম্ভব।"

(দাফে-উল ওস্ওয়াস্ পৃঃ ১২)

১৬। আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান খান ঃ

আহ্‌লে-হাদীস সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান খান (ওফাত হিঃ ১৩০৭) লিখিয়াছেন :

من قال بسلب نبوته فقد كفر حقا كما صرح به السيوطي فانه نبي لا يذهب عنه وصف النبوة في حياته ولا بعد وفاته - (حجج الكرامة - ص ۴۳۱)

—'যে ব্যক্তি বলিয়াছে যে প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ নবুওয়াত-চ্যুত হইয়া আসিবেন, সে (এরূপ মত পোষণ করায়) সত্যসত্যই কুফরী করিয়াছে, যেমন—ইমাম সুউতীও ইহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। অবশ্যই প্রতিশ্রুত ঈসা আল্লাহ্‌র নবী হইবেন; নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইবে না, তাঁহার জীবন-কালেও না এবং মৃত্যুর পরেও না।"

(হুজাজুল কিরামাহ, ৪৩১ পৃঃ)

১৭। মৌলানা নূরুল হাসান খান ঃ

আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র মৌলানা নূরুল হাসান খান সাহেব লিখিয়াছেন ঃ

حدیث لا وحی بعد موتی بے اصل ہے ہاں
لا نبی بعدی آیا ہے۔ اسکے معنی نزدیک اہل
علم کے یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی شرع
ناسخ نہیں لائیگا۔ (اقتراب الساعۃ ص ١٦١)

—"আমার মৃত্যুর পর কোন ওহী নাই"—এই হাদিসের কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য "আমার পরে কোন নবী নাই" বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানীদের নিকট ইহার অর্থ এই যে, আমার পরে শরীয়ত-রহিতকারী কোন নবী আসিবেন না।" (একতেরাবুস-সা-আ. পৃঃ ১৬১)

এ ইবারতটি প্রকৃতপক্ষে হযরত ইমাম আলী কারী (রহঃ) এর ইবারতেরই তরজমা, যাহা ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

১৮। হযরত ফাখরুদদীন রাযী (রহঃ) ঃ

ইসলামের খ্যাতিমান মুতাকাল্লিম ও মুফাস্‌সিরে কুরআন ফাখরুদ্দিন রাযী রহমতুল্লাহ আলাইহে (ওফাত ঃ হিঃ ৫৪৪) বলেন ঃ

فالعقل خاتم الكل والخاتم يجب ان يكون
افضل الا ترى ان رسولنا صلى الله عليه وسلم لما
كان خاتم النبيين كان افضل الانبياء - (تفسير كبير
امام رازى جلد ٢ ص ٣١)

—"জ্ঞানবুদ্ধি অন্যান্য সবকিছুর (অর্থাৎ সকল মানবীয় ক্ষমতা সমুহের) খা'তাম (বিশেষ) ; এবং খা'তামের জন্য উহা আফজাল ও শ্রেষ্ঠ হওয়া জরুরী। দেখুন, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেহেতু 'খাতামান-নাবীয়ীন', সেহেতু তিনি আফজালুল-আম্বিয়া অর্থাৎ নবীগণের শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত হইলেন।" (তফসীরে কবীর ইমাম রাযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড ৩১ পৃ:)

১৯। আল্লামা ইবনে হাজ্‌র আসকালানী (রহঃ) ঃ

হযরত আল্লামা ইবনে হাজ্‌র আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে (ওফাত ঃ হিঃ ৮৫২) "ইন্না মাসালী ওয়া মাসালুল-আম্বিয়ায়ে মিন কাবলী" সংক্রান্ত হাদিসে বর্ণিত পুর্ববর্তী নবীদের মোকাবিলায় হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়াতকে পূর্ণতম অট্টালিকার সহিত তুলনা করা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন ঃ

المراد هنا النظر الى الاكمل بالنسبة الى الشريعة المحمدية مع ما مضى الشرائع الكاملة.

(فتح الباري جلد ٦ ص ٣٧١)

—"ইমারতের পূর্ণতার দ্বারা হযরত নবী করীম (সাঃ) ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, যদিও পূর্ববর্তী শরীয়তসমুহ (স্ব-স্ব যুগের প্রয়োজনানুযায়ী) পূর্ণ শরীয়তই ছিল, কিন্তু মোহাম্মদী শরীয়ত (আল-কুরআন) হইল ঐ গুলির তুলনায় পূর্ণতম শরীয়ত।" অর্থাৎ হাদীসটিতে শুধু তশরিয়ী নবুয়তের পূর্ণতার সম্বন্ধেই অট্টালিকার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, তশরিয়ী নবুওয়াত চূড়ান্ত

ও চিরস্থায়ীরূপে কায়েম হইয়াছে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পরে আর কখনো কোন শরীয়তবাহী নবী আসিবেন না। কিন্তু শরীয়তবিহীন অনুবর্তী নবীর আগমন বন্ধ হওয়ার কথা হাদিস-টিতে বলা হয় নাই। কেননা অনুরূপ নবীর আগমনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও কুরআন শরীফের শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপন্ন হয়। (বুখারী শরীফের সুবিখ্যাত শরাহ "ফাতহুল বারী' ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৬১ পৃঃ)

হযরত ইমাম আলী ক্বারী রহমতুল্লাহ আলাইহে বলেন :

لا منافاة بين ان يكون نبيا و ان يكون متابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم في بيان احكام شريعته و اتقان طريقته و لو بالوحي اليه كما يشير اليه قوله صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي اى مع وصف النبوة و الرسالة و الا مع سلبهما فلا يفيد زيادة المزية -

(مرقاة شرح مشكوة جلد ٥ ص ٥٦٤)

অর্থাৎ—"(শেষ যুগের প্রতিশ্রুত) ঈসা (আঃ) নবী হওয়া এবং সেই সঙ্গে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তী হওয়ার মধ্যে কোন বিরোধ নাই, এমতা-বস্থায় যে তিনি (অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শরীয়তের আহকাম ব্যক্ত করিবেন এবং তাঁহার শরীয়তের তরিকাকেই পাকা-পোক্তভাবে কায়েম করি-বেন—যদিও ঐ কার্য তিনি তাঁহার (প্রতি নাযিলকৃত) ওহীর দ্বারাই করিবেন, যেমন কিনা 'লাও কানা মুসা হাইয়ান লামা

'ওসেয়াহু ইল্লাত্তেবায়ী' (অর্থাৎ যদি মুসা জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার জন্য আমার অনুবর্তিতা করা ব্যতীত কোন গত্যন্তর থাকিত না)—হাদিসটি এই বিষয়ের দিকেই ইশারা করিতেছে। কেননা হাদীসটিতে ইহাই বুঝানো হইয়াছে যে, নবুয়ত ও রিসালতের বৈশিষ্ট্য সহকারেই মুসা (আঃ) জীবিত থাকিতেন (এবং নাবী করীম সাঃ-এর অনুবর্তী হইতেন)। কেননা, তিনি নবুওয়াত ও রিসালত হইতে বিচ্যুত ও বিবর্জিত হইয়া অনুবর্তী হইলে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ফজিলত ও শ্রেষ্ঠতার ক্ষেত্রে কোনই ফায়দাজনক হইতে পারিত না।" (মিশকাত শরীফের শরাহ্—'আল-মিরকাত' ৫ম খণ্ড পৃঃ ৫৬৪)

হযরত শাহ ওলিউল্লা মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহ আলাইহে (ওফাত ঃ ১১৭১ হিঃ) "লাম ইয়াবকা মিনান নাবুয়াতে ইল্লাল মুবাশ্বিরাত"—'মুবাশ্বিরাত' ব্যতীত আর কোন নবুওয়াত বাকী নাই)—হাদীসটি সম্বন্ধে বলেন ঃ

لان النبوة تتجزى و جزء منها باق بعد خاتم الانبياء -

(المسوى شرح موطا امام مالک جلد ۲ ص ۲۰۶
مطبوعہ دهلی)

অর্থাৎ—'নবুওয়াতের বিভিন্ন ভাগ বা প্রকার হইয়া থাকে। উহার একটি ভাগ বা প্রকার হযরত খাতামান-নাবীয়ীন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরেও বাকী আছে।"

(ইমাম মালেক প্রণীত প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের শরাহ বা ব্যাখ্যা 'আল-মুসাওয়া' ২১৬ পৃঃ দিল্লী হইতে প্রকাশিত)।

তিনি আরও বলেন :

امتنع ان يكون بعده نبى مستقل بالتلقى -
(الخير الكثير ص ٨٠ مدينه پريس بجنور)

অর্থাৎ—"হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরে (তাঁহার পায়রবী ও অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে) সাক্ষাৎভাবে ফয়েজ বা কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়া কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবী হইতে পারেন না।"

(আল-খাইরুল কাসীর ৮০ পৃঃ মদীনা প্রেস, বেজনুর)

তিনি আরও বলিয়াছেন :

يزعم العامة انه اذا نزل الى الارض كان واحد من الامة كلا بل هو شرح للاسم الجامع المحمدى ونسخة منه فشتان بينه وبين احد من الامة -
(الخير الكثير ص ٧٢)

অর্থাৎ—"সাধারণ লোকের ধারনা এই যে প্রতিশ্রুত মসীহ যখন জমীনের দিকে নাযেল হইবেন, তখন তিনি একজন শুধু উম্মতি হইবেন। এইরূপ কখনও হইতে পারে না। বরং তিনি তো 'সকল কল্যাণের আধার মোহাম্মদী নামে'র পূর্ণ ব্যাখ্যা এবং তাঁহারই দ্বিতীয় সংস্করণ হইবেন (অর্থাৎ তাঁহার কামিল জিল্ল্ বা প্রতিবিম্ব হইবেন)। অতএব, তাঁহার মধ্যে এবং একজন উম্মতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে।"

(আল-খাইরুল-কাসীর, ৭২ পৃঃ)

হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন :

و جب نزو له فی اخر الزمان بتعلقه ببدن اخر-
(تفسیر عرائس البیان جلد ۱ ص ۲۶۲)

অর্থাৎ - "শেষ যুগে প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ)-এর নযুল এক-জন ভিন্ন দেহধারী ব্যক্তির মাধ্যমে হওয়া জরুরী।"

(তফসীর আরায়েসুল বাইয়্যান ১ম খণ্ড ২৬২ পৃঃ)

২০। হযরত মৌলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানতুবী (রহঃ) ঃ

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মৌলানা মুহাম্মাদ কাশেম নানতুবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে (ওফাত হিঃ ১৩০৭) বলেন :

عوام کے خیال میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ
انبیائے سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری
نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم
و تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں
پھر مقام مدح میں ولکن رسول اللہ و خاتم
النبیین فرمانا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے -

—"সর্ব সাধারণের ধারণানুসারে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'খাতামান্‌নাবীয়ীন' হওয়ার অর্থ এই যে,

তাঁহার যুগ সকল নবীর পরে এবং তিনি সকল নবীর শেষে। কিন্তু সুক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট ইহা দেদীপ্যমান সত্য যে, সময়ের অগ্র-পশ্চাতের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। সুতরাং প্রশংসা-স্থলে 'ওলাকির রাসুলাল্লাহে ওয়া খাতামান-নাবীয়ীন' (—'কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রাসুল ও খাতামান-নাবীয়ীন') বলা কিভাবে যথার্থ হইতে পারে?"

(তাহ্‌যিরুন্‌-নাস, পৃঃ ৩)

অতঃপর, তিনি 'খাতামান-নাবীয়ীন'-এর অর্থ করিয়াছেন :

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں۔ اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض۔ اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے مگر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں اس طرح آپ پر سلسلۂ نبوت ختم ہو جاتا ہے۔ غرض جیسے آپ نبی اللہ ہیں ویسے ہی نبی الا نبیاء بھی۔

অর্থাৎ— 'আঁ-হযরত (সাঃ) নবুওয়াতের মৌলিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং তিনি ভিন্ন অন্যান্য নবীগণ নবুওয়াতের মৌলিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন না। অন্যান্য নবীগণের নবুওয়াত তাঁহার কল্যাণ প্রসূত, কিন্তু তাঁহার নবুওয়াত অন্যের কল্যাণে নয়। এই প্রকারে তাঁহার উপরে নবুওয়াতের সেলসেলা মোহরাঙ্কিত হয়। বস্তুতঃ তিনি যেমন আল্লাহ্‌র নবী, তেমনি নবীগণেরও নবী।"

(তাহ্‌যিরুন্‌-নাস, পৃঃ ৩-৪)

তিনি আরও বলেন :

اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی
(جو نبی پہلے آچکے) ہی پر آپ کی افضلیت ثابت نہ
ہوگی بلکہ افراد مقدرہ (جن انبیاء کا ہو
نا تجویز کیا جائے) پر بھی آپ کی افضلیت
ثابت ہو جائیگی بلکہ بالفرض اگر بعد زمانہ
نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی
خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئیگا ۔

অর্থাৎ—"ইত্যাবস্থায় অতীতের নবীগণের উপরই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হইবে না, বরং ভবিষ্যতের জন্য নির্ধারিত ব্যক্তি-গণের (অর্থাৎ যাঁহাদের আগমন নির্ধারণ করা যায়, তাঁহাদের) উপরও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হইবে। বরং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামানার পরেও যদি কোন নবী বস্তুতঃ জন্মগ্রহণ করেন তথাপি মোহাম্মদী খাতেমিয়তে কোন পার্থক্য ঘটিবে না।"

(তাহ্যিরুন্-নাস পৃঃ ২৮)

২১। আল্লামা আবু হাইয়ান (রহঃ) ঃ

আল্লামা আবু হাইয়ান (রহঃ) সুরা নিসার ৭০ নং ("ওয়া মাই ইউতেয়েল্লাহা ওয়ার রাসূলা···অর্থাৎ, যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রাসূলের অনুবর্তিতা করে ······") আয়াতের নিম্নরূপ তফসীর করিয়াছেন ঃ

والظاهر ان قوله من النبيين تفسير للذين انعم الله عليهم فكانه قيل من يطع الله والرسول صلى الله عليه وسلم الحقه الله بالذين تقدم ذكرهم من انعم الله عليهم -

"প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার বাক্য 'মিনান্নাবীয়ীন'··· হইতেছে 'আনআ'মাল্লাহু আলাইহিম'—এর তফসীর। অন্য কথায় বলা হইয়াছে যে, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও রাসুলের আজ্ঞানুবর্তিতা করিবে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে পুরস্কার-প্রাপ্ত পূর্ববর্তী লোকদের সহিত যোগ করিবেন।'

তারপর তিনি কুরআন করীমের আভিধানিক জ্ঞানের সর্বস্বীকৃত ইমাম—**হযরত ইমাম রাগেব ইস্পাহানী** রাহমাতুল্লাহে আলাইহে (ওফাত হিঃ ৫০২)-এর উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

قال الراغب معنى انعم الله عليهم من الفرق الاربع في المنزلة والثواب النبي بالنبي والصديق بالصديق والشهيد بالشهيد والصالح بالصالح -
(تفسير بحر المحيط جلد ٣ صفحة ٢١٧ مطبوعة مصر)

অর্থাৎ—"রাগেব বলিয়াছেন, ইহার অর্থ আল্লাহ ঐ চারি সম্প্রদায়ের সহিত মর্যাদায় ও পুণ্যে যোগ করিবেন, যাঁহাদিগকে তিনি পুরস্কৃত করিয়াছেন। এই প্রকারে তোমাদের মধ্যে যিনি নবী হইবেন, তাঁহাকে নবীর সহিত মিলিত করিবেন এবং যিনি

সিদ্দীক হইবেন, তাঁহাকে সিদ্দীকের সহিত মিলিত করিবেন এবং শহীদকে শহীদের সহিত মিলিত করিবেন এবং সালেহ্‌কে সালেহের সহিত।"

['তফসীর বাহ্‌রুল-মুহীত, তৃতীয় জেলদ, ২৮৭ পৃঃ মিশরে মুদ্রিত সংস্করণ]

এই উদ্ধৃতিটিতে ইমাম রাগেব আলাইহের রহমত অর্থাৎ, لنبی با لنبی । 'নবী নবীর সহিত' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই উম্মতের নবী পূর্ববর্তী নবীগণের সহিত মিলিত হইবেন—যেমন এই উম্মতের 'সিদ্দীক' সিদ্দীকগণের সহিত, এই উম্মতের শহীদ পূর্ববর্তী শহীদগণের সহিত এবং এই উম্মতের সালেহ পূর্ববর্তী সালেহগণের শামিল হইবেন। অন্য কথায়, তাঁহার তফসীর অনুসারে মুহাম্মদীয় উম্মতের জন্য আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতায় নবুওয়াতের দরজা খোলা আছে।

অতঃপর বিনীত নিবেদন ঃ

এই হইল সর্বজন-মান্য বুজুর্গানের উক্তি, যাঁহারা ধর্ম-জ্ঞান, বিচার-ক্ষমতা এবং ঐশী-প্রেমে মগ্ন হওয়ার দিক দিয়া এত উচ্চ ও মহান যে, সকল ফের্কার সকল মুমেন-মুসলমানই তাঁহাদের পাদুকা বহনেও গৌরবানুভব করিবেন। এই উজ্জল নক্ষত্রগণের যুগ সাহাবাগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। হেজায, সিরিয়া,

তুরস্ক, ইরাক, স্পেন এবং ভারতবর্ষের ইহারা সুপ্রসিদ্ধ বুজুর্গান। এ ছাড়া আরও অগণিত বুজুর্গানের অনুরূপ উক্তি কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এবং প্রয়োজন নাই বলিয়া এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল না।

এই সকল বুজুর্গান 'খাতামান্‌নাবীয়ীন' আয়াত এবং "লা নাবীয়া বা'দী" প্রভৃতি হাদিস দ্বারা যে প্রকার নবুওয়াত বন্ধ হইয়াছে উহার এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরে কোন 'শরীয়তদাতা' ও 'স্বাধীন নবী' আসিতে পারেন না। তাঁহাদের মতে শরীয়তবিহীন 'উম্মতি নবীর' আগমন 'খতমে নবুয়তের' বিরোধী নয়। সুতরাং তাঁহারা সকলেই এই উম্মতে আগমনকারী মসীহ্ মওউদকে 'উম্মতি নবী' বলিয়া স্বীকার করেন। (বিস্তারিত জানার জন্য 'পড়ুন মৌলানা কাজী মোহাম্মদ নজীর (রহঃ) প্রণীত 'খতমে নবুওয়াত', মৌলানা আবুল আতা (রহঃ) প্রণীত 'আল-কওলুল মুবীন' ইত্যাদি পুস্তক)।

অতঃপর আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী হইতে খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে তাঁহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও আকীদা সংক্রান্ত কতিপয় উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করা যাইতেছে। উভয় বর্ণিত উদ্ধৃতিসমূহ পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলে প্রত্যেকেই স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিবেন যে, আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা 'খতমে নবুওয়াত'

সম্পর্কে অবিকল তাহাই বলিয়াছেন যাহা পূর্ববর্তী অবশ্য-মান্য ইমামগণ ও শীর্ষ স্থানীয় বুজুর্গ আলেমবৃন্দ বলিয়া আসিয়াছেন এবং নবুওয়াত সংক্রান্ত কোন নতুন আকীদা বা মতবাদ তিনি বা আহমদীয়া জামাত পোষণ করেন না। বরং বুজুর্গানে-উম্মত কর্তৃক ব্যক্ত আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত নতুন আকীদা বা মতবাদ রচনা করিয়াছেন আহমদীয়া জামাত-বিরোধী অধুনা আলেমবৃন্দ। যাহারা খাতামান-নাবীয়ীন বা খতমে নবুওয়াতের অর্থ করিয়াছেন 'সর্বপ্রকার নবুয়তের অবসানকারী' এবং নবীগণের শেষ, এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে কোন প্রকারের নবী আসিতে পারেন না, এমন কি কুরআন করীমের অধীন এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কল্যাণপ্রাপ্ত দাস তথা 'উম্মতি নবী' হিসাবেও না। অধুনা আলেমগণ দাবী করেন যে, 'খতমে নবুওয়াত' সংক্রান্ত তাহাদের এই মতবাদই সর্বসম্মত ইসলামী আকীদা। অথচ উপরে উদ্ধৃত সর্বমান্য ও শীর্ষস্থানীয় বুজুর্গানে-উম্মতের স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও সর্বসম্মত আকীদা হইল এই যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে কোন শরীয়তদাতা ও স্বাধীন নবী আসিতে পারেন না, পরন্তু এই উম্মতে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ 'উম্মতি নবী' হইবেন। সুতরাং খতমে নবুওয়াত সম্বন্ধে উপরে উদ্ধৃত বুজুর্গানে-উম্মতের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা ও আকীদা সত্য, না অধুনা উলেমাকৃত ব্যাখ্যা ও দাবী সত্য—তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রত্যেক মুমেন-মুসলমানের কর্তব্য।

'খতমে নবুওতে'র ব্যাখ্যায়
আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠাতার
কতিপয় উদ্ধৃতি

(১)

"মোহাম্মদীয় নবুওয়াতের মধ্যে সকল নবুওয়াত শেষ হইয়াছে। ইহাও হওয়ার কারণ ছিল। কারণ যাহার আদি আছে, তাহার অন্তও আছে; কিন্তু এই মোহাম্মদীয় নবুওয়াত স্বীয় আশীষ-বিতরণে অসমর্থ নয় বরং সকল নবুওয়াত অপেক্ষা ইহাতে অধিক ফয়েজ বা আশিষ আছে। এই নবুওয়াতের অনুসরণ অতি সহজে খোদা পর্যন্ত উপনীত করে। ইহারই অনুবর্তিতায় খোদাতায়ালার প্রেম ও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ স্বরূপ মহা কল্যাণ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু ইহার পূর্ণ অনুবর্তী শুধু 'নবী' নামে অভিহিত হইতে পারেন না, কারণ ইহাতে পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন মোহাম্মদীয় নবুওয়াতের অবমাননা হয়। অবশ্য উম্মতি এবং নবী এই উভয় শব্দ সম্মিলিতভাবে তৎপ্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। কারণ ইহাতে সর্বাঙ্গীন মোহাম্মদীয় নবুওয়াতের অবমাননা হয় না; বরং সেই নবুওয়াতের জ্যোতিঃ এই আশিষ বিতরণ দ্বারা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়।"

[আল-অসিয়ত, পৃঃ ১৬]

(২)

"নবুওয়াতের দাবীতে ইহা বুঝায় না যে, আমি (নাউযু বিল্লাহ) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হইয়া কোন দাবী পেশ করিতেছি, অথবা কোন নতুন শরীয়ত আনয়ন করিয়াছি। বরং আমার নবুওয়াত শুধু অজ্ঞেয় বিষয়াবলী ও ভবিষ্যত সংবাদাদি অধ্যুষিত ঐশীবাণী ও ঐশীবাক্যালাপের আধিক্যকে বুঝায়, যাহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণে হাসিল হয়। সুতরাং আল্লাহর সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণী লাভ (মোকালামা-মোখাতাবা) আপনারাও মানেন। সুতরাং ইহা শব্দগত মতভেদ, অর্থাৎ আপনারা যে বিষয়ের নাম 'মোকালামা-মোখাতাবা' রাখেন, আমি উহার আধিক্যের নাম আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নবুওয়াত রাখি। "ওয়া লে-কুল্লেন আই ইয়াস্‌তালেহা।" [অর্থাৎ "নিজের উদ্দেশ্যকে বুঝাইবার জন্য পরিভাষা (ইস্তেলাহ)) প্রয়োগেব অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।"—অনুবাদক]

(তামিম্মা হাকিকাতুল অহী, পৃঃ ৭৮)

(৩)

"নতুন শরীয়ত, নতুন দাবী এবং নতুন নাম হিসাবে আমি নবী ও রাসূল নহি। আমি নবী ও রাসূল, অর্থাৎ 'কামিল যিল্লিয়ত (পূর্ণ ছায়ারূপ অনুগমন) ক্রমে আমি সেই দর্পন স্বরূপ, যাহার মধ্যে মোহাম্মদীয় (আত্মিক) রূপ এবং মোহাম্মদীয় নবুয়তের কামালাতের প্রতিবিম্বন ঘটিয়াছে।" (নুযুলুল মসিহ, পৃঃ ১১)

(৪)

"আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, এই আরবীয় নবী যাঁহার পবিত্র নাম মুহাম্মাদ (হাজার হাজার দরুদ ও সালাম তাঁহার উপর) তিনি যে কত উচ্চ মর্যাদার নবী! তাঁহার সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নহে, এবং তাঁহার প্রভাব ও ক্রিয়াশীলতার অনুমান করাও মানুষের কাজ নহে।

খোদাতায়ালা—যিনি তাঁহার (সাঃ) অন্তরের গোপন রহস্য জানিতেন, তিনি তাঁহাকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী-গণের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, এবং তাঁহার সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্খায় তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে সফলতা প্রদান করিয়াছেন। সকল ফয়েজ ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই, এবং যে ব্যক্তি তাঁহার কল্যাণদান ব্যতিরেকে কোনও মর্যাদা ও ফযিলত লাভের দাবী করে, সে মানুষ নহে বরং শয়তানের বংশধর। কেননা, প্রত্যেক ফযিলত ও কল্যাণের চাবিকাঠি তাঁহাকেই প্রদান করা হইয়াছে।'

(হাকিকাতুল অহী, পৃঃ ১১৪)

(৫)

"আমি যদি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উম্মত না হইতাম এবং তাঁহার পায়রবী (অনুবর্তিতা) না করিতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পুণ্যকর্মের উচ্চতা ও ওজন হইত, তাহা হইলেও আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যা-লাপ ও তাঁহার বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হইতে পারি-তাম না। কেননা এখন মুহাম্মদী নবুওয়াত ব্যতিরেকে অপর

সমস্ত নবুওয়াতের দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শরীয়ত লইয়া আর কোন নবী আসিতে পারেন না। অবশ্য শরীয়ত ব্যতিরেকে নবী হইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ নবী শুধু তিনিই হইতে পারেন, যিনি প্রথমে রাসূল করীম (সাঃ)-এর উম্মতি (অনুবর্তী) হয়েন।" [তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, পৃঃ ২৬]

(৬)

"আমাদের ঈমান এই যে, সর্বশেষ কিতাব ও শরীয়ত হইল একমাত্র পবিত্র কুরআন। ইহার পরে কিয়ামতকাল ব্যাপী আর এই ধরনের কোন নবী নাই, যিনি শরীয়ত লইয়া আসেন অথবা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পায়রবী ও অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে সরাসরি অহী (ঐশীবাণী) লাভ করেন (অর্থাৎ কোন শরীয়তধারী অথবা স্বাধীন নবী আসিতে পারেন না)। .....উক্ত বিষয়টির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা হইল এই যে, খোদাতায়ালা যেখানে এই ওয়াদা করিয়াছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'খাতামান-নাবীয়ীন,' সেখানে এই স্পষ্ট ইশারাও করিয়াছেন যে, এই মহামহিমান্বিত রাসূল (সাঃ) স্বীয় সর্বোচ্চ মোকাম ও পূর্ণতম রুহানিয়াতের কারণে ঐ সকল সাধু ও পুণ্যবান ব্যক্তির জন্য পিতার মর্যাদা রাখেন, যাদের পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিকাশ তাঁহার অনুবর্তিতার দ্বারা সাধিত হয় এবং যাহাদিগকে অহী ইলাহী ও ঐশী কালামের দ্বারা ভূষিত করা হয়। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন :

ما كان محمد ابا احد من رجا لكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين -

অর্থাৎ—"মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে কাহারও পিতা নহেন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং খাতামান-নাবীয়ীন।"

ইহা সুস্পষ্ট যে, لكن ('লাকিন' অর্থাৎ 'কিন্তু') শব্দটি আরবী ভাষায় বাক্যের প্রথমাংশে বর্ণিত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ ('ইসতেদরাক')-এর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত আয়াতের প্রথমাংশে যে ত্রুটি ও বিচ্যুতি মূলক বা নেতি-বাচক বিষয়টির নিরূপন করা হইয়াছে অর্থাৎ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্রতম সত্তায় যে বিষয়-টির বিচ্যুতি সাব্যস্ত করা হইয়াছে ও অস্বীকার করা হইয়াছে, তাহা হইল দৈহিকরূপে তিনি কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের পিতা হওয়া। অতএব, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 'খাতামান-নাবীয়ীন' সাব্যস্ত করিয়া 'লাকিন' শব্দের দ্বারা সেই বিচ্যুতিমূলক ও নেতিবাচক বিষয়টির প্রতিকার ও অপো-নোদন করা হইয়াছে। ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাঁহার পরে প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে নবুয়ত লাভের ধারা (অর্থাৎ স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবুয়ত) চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; এখন নবুয়তের কামালিয়ত শুধু সে ব্যক্তিই পাইতে পারেন যিনি নিজের সকল আমল বা কর্মের উপর তাঁহার (সাঃ) নবুয়তের পায়রবী ও অনুবর্তিতার মোহর রাখিবেন এবং এইরূপে তিনি আঁ-হযরত

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের (রুহানী) পুত্র এবং তাঁহার ওয়ারিশ হইবেন। মোট কথা, উক্ত আয়াতে এক হিসাবে (অর্থাৎ দৌহিত্ররূপে) পিতা হওয়া অস্বীকার করা হইয়াছে এবং আর এক হিসাবে (অর্থাৎ রুহানীরূপে) পিতা হওয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে, যাহাতে ان شانئك هو الا ابتر (—"নিশ্চয় তোমার শত্রুগণই অপুত্রক')—আয়াতের বিরুদ্ধে শত্রুদের আপত্তি খণ্ডন করা যায়।

আলোচ্য আয়াতের সার-কথা ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, নবুয়ত এখন যদিও 'গয়র তশরীয়ী' (শরীয়ত বিহীন)-ই হইবে, তথাপি কেহও সরাসরী ও স্বাধীনভাবে নবুয়ত লাভ করিতে পায়ে—এমন নবুওয়াতের দ্বারও সম্পূর্ণ রুদ্ধ, কিন্তু এইরূপে রুদ্ধ বা নিষিদ্ধ নয় যে সেই নবুওয়াত 'মুহাম্মাদী প্রদীপ' (سراجا منيرا —('প্রোজ্জ্বল প্রদীপ') হইতে আলোকিত, প্রতিবিম্বিত ও কল্যাণ-মণ্ডিত হয়।"

(রিভিউ বর মোবাহিসা বাটালভী ও চক্রালভী ৬-৭ পৃঃ)

(৭)

সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি।।
যাহা কিছু তিনিই আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই।

[উর্দু দুররে সমীন]

(৮)

খোদার পরেই মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রেমে আমি বিভোর।
ইহা যদি কুফর হয়, খোদার কসম, আমি শক্ত কাফের ।।

[ফারসী দুর্‌রে সমীন]

(৯)

প্রত্যেক প্রকার শ্রেষ্ঠতার গুণের আধার তিনিই
সকল যুগের সকল নেয়ামতের পরিসমাপ্তি তাঁহাতেই ।।
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত অপেক্ষা তিনিই শ্রেষ্ঠ।
শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় পুণ্যের দ্বারা, সময়ের ব্যবধানে নহে।।

[আরবী দুর্‌রে সমীন]

(১০)

সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্বা জগদ্বাসীর জন্য
খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ।।

(ফারসী দুর্‌রে সমীন)

একটি নিরপেক্ষ অভিমত

পাক-ভারতের প্রখ্যাত আলেম ও মোফাস্‌সের-কুরআন এবং লক্ষ্মৌ হইতে প্রকাশিত 'সিদকে জদীদ'-এর সামাজিক সুপ্রসিদ্ধ ও ধর্মীয় পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা আবদুল মাজেদ দারিয়াবাদী লিখিয়াছেন :—

"আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মীর্যা সাহেব মরহুমের লিখিত গ্রন্থাবলী যতখানি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, উহাদের মধ্যে আমি খতমে-নবুওয়াতের অস্বীকারের পরিবর্তে এই আকীদার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বরং আহ্‌মদীয়াতের বয়াত ফরমে একটি মৌলিক দফা হযরত রাসূল করীম (সাল্লাঃ)-এর খাতামান-নবীয়ীন হওয়া সম্বন্ধে মওজুদ রহিয়াছে বলিয়াও আমার স্মরণ পড়ে। সুতরাং মীর্যা সাহেব যদি নিজেকে নবী বলিয়াছেন, তবে তাহা সেই অর্থেই বলিয়াছেন যে অর্থে প্রত্যেক মুসলমান একজন মসীহ্‌র আগমনে অপেক্ষারত আছেন। ইহা অতি স্পষ্ট যে, এই আকীদা (ধর্ম-বিশ্বাস) খতমে-নবুওয়াতের বিরোধী নহে। সুতরাং যদি আহ্‌মদীয়াত উহার নাম হয় যাহা সেলসেলা আহ্‌মদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা জনাব মীর্যা সাহেব মরহুমের নিজের লেখা হইতে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ইহাকে 'এরতেদাদ' (ধর্মান্তর) বলিয়া অভিহিত করা নিতান্তই অবিচার ও সীমা লংঘন।"

(আল-ফজল, ২১শে মার্চ ১৯২৫ ইং হইতে উদ্ধৃত)

০—০